নিষ্কাম ভক্তিতেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অন্য সকল অনুষ্ঠানই অভিনয় মাত্র ; যেহেতু কোনও সাধনে শ্রীহরির জন্য প্রাণ ব্যাকুলিত হয় না।

ভা ১।৫।১২ শ্লোকেও ভক্তি বিনা জ্ঞানাদি সকল সাধনের বিফলতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্।

শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বলিলেন—হে মুনিবর! নিষ্কর্ষতারূপ নিরুপাধি জ্ঞানও যদি ভগবানে ভক্তিশূন্য হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানসাধনও সম্যাক্ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করে না; অর্থাৎ ভক্তিহীন নিরুপাধি জ্ঞান ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করাইতে সর্ব্বথা অসমর্থ। তাহা হইলে সাধ্য ও সাধনকালে অমঙ্গলরূপ নিষ্কাম কর্ম্মসাধন যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে সেই নিষ্কাম কর্ম্ম যে চিত্তশুদ্ধ করিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভা ৩।১৫।৪৮ শ্লোকে ভগবদ্ভক্তিরসিকের নিকটে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিস্থলে পর্য্যন্ত তুচ্ছবুদ্ধি উপস্থিত করায়। সুতরাং স্বর্গাদি সুখে যে তুচ্ছবুদ্ধি করায়, তাহা তো বলাই বাহুল্য। যথা—

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং,
কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুবউন্নয়ৈস্তে।
যেহঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রি শরণাভবতঃ কথায়াঃ।
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥

শ্রীসনকাদি ঋষিগণ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে কহিলেন—হে নাথ! যাহারা তোমার চরণে একান্ত শরণাগত হইয়া জগৎ পবিত্রকারিত্ব ও রমণীয়ত্ব হেতুক কীর্ত্তনীয় যশা তোমার কথার আস্বাদনে লম্পট হয়েন, সেই সকল চতুর ভক্তসমাজ তোমার আত্যন্তিক প্রসাদরূপ মুক্তি-সুখকেও আদর করেন না। অতএব, তোমার ভ্রুবিজৃম্ভে ভয়সঙ্কুল স্বর্গাদি সুখের প্রতি যে আদর বুদ্ধি রাখেন না, তাহা তো বলাই বাহুল্য।

এই সকল প্রমাণে অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে শ্রীভগবদ্ভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা এবং সর্ব্বত্রও সর্ব্বদা—অনুবৃত্তি দেখান হইল। অনন্তর পক্ষান্তর অবলম্বনে "সদা সর্ব্বত্র" এই দুইটি পদের যুগপৎ উপপত্তি যোজনা করিয়া যে অর্থটি প্রকাশ পায়, তাহাই দেখাইতেছেন। অর্থাৎ যে বিধিবাক্যে যুগপৎ "সদা" এবং "সর্ব্বত্র"—এই দুইটি পদের উল্লেখ করিয়া যাহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা